44

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 1 1 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ .....

এবার উচ্চ মাধ্যমিক— পাঠ্যবইয়ে সঙ্কট

মাসুদ কামাল

দেশে প্রথমবারের মতো উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আগামী বছর থেকে নতুন সিলেবাসের বই চালু করার কথা থাকলেও অভিযোগ উঠেছে— টেক্সট বুক বোর্ড ও মন্ত্রণালয় এগুচ্ছে ধীরগতিতে। ফলে নতুন সিলেবাস কার্যকর হওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়, লেখকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না

(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

এবার উচ্চ মাধ্যমিক

(প্রথম পাতার পর)

করা হলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বই নিয়ে আগামী বছর একটা হ য ব র ল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে বিশেষজ্ঞ মহল।

সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল— ১৯৯৮ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে সিলেবাস পরিবর্তন করা হবে। সে অনুযায়ী গত বছর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রণয়ন করেছে নতুন সিলেবাস। নিয়ম করা হয়েছিল নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত বইগুলোকে রিভিউ-এর জন্য বোর্ডে জমা দিতে হবে। রিভিউ শেষে বোর্ডের বিশেষজ্ঞগণ প্রতিবিষয়ে একাধিক যে বইগুলোকে এপ্রুভাল বা অনুমোদন দেবে, সে বইগুলোই চলবে বাজারে। কিন্তু জানা গেছে, বিভিন্ন লেখকের জমা দেয়া বইগুল এখনও রিভিউয়ারদের কাছে পাঠানই হয়নি। স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে টেক্সটবুক বোর্ড অফিসে। অথচ বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী এই সব বই লেখকরা জমা দিয়েছিলেন গত বছরের ডিসেম্বরে। বোর্ড তখন হিসাব দেখিয়েছিল— বইগুলো রিভিউ করা, সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনর্লিখনে এক বছরের মতো সময় লেগে যাবে। কিন্তু বইগুলো হাতে পাওয়ার পর গত ৮ মাস ধরে সেগুলোকে ফেলে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক লেখক। এক লেখক বলেছেন, বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষ নাকি তাঁকে জানিয়েছে— যে নীতিমালায় বই প্রকাশ করা হবে মন্ত্রণালয় তা এখনও অনুমোদন করেনি।

বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রাপ্ত বইগুলোর অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই অনুমোদন দেয়া শেষ হবে। সে ক্ষেত্রে প্রকাশকরা বই প্রকাশের জন্য ছয় মাসের মতো সময় পাবেন। ফলে বই সঙ্কটের কোন আশঙ্কা নেই।

এদিকে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, নতুন সিলেবাস অনুযায়ী বই লিখে জমা দেয়ার জন্য বোর্ড আহ্বান জানালেও দেশের প্রখ্যাত লেখকরা তাতে তেমন সাড়া দেননি। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকদের অধিকাংশই তাঁদের বই জমা দেননি। তাঁরা মূলত বোর্ডের রিভিউয়ারদের মান নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, রিভিউ'র নামে যা করা হবে তাতে তাঁদের চালু বইগুলোর বাজার পড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া এমন একটি কাজে তাঁরা বই প্রতি দশ হাজার টাকা করে রিভিউ চার্জ প্রদানটিও বাহুল্য মনে করছেন।

জনপ্রিয় লেখকদের বই রিভিউ'র জন্য জমা না পড়ায় বিপাকে পড়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। প্রথমবার বই জমা হওয়ার চার মাস পরে আবার ঘোষণা দিয়েছে বই জমা দেয়ার। দ্বিতীয় বারে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ আগস্ট। কিন্তু উল্লিখিত লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে তাঁদের অধিকাংশই এবারও বই জমা দেননি। বাংলাবাজারের একাধিক প্রকাশক জানিয়েছেন তাঁদের বইগুলো এমনিতেই বাজারে যথেষ্ট চলছে। রিভিউ করতে দিলে বোর্ডের বিশেষজ্ঞরা কেবল কাটাটই করবে না, বোর্ড সেই সঙ্গে হয়ত দামও বেঁধে দিতে পারে। তাই তাঁরা সেই ঝুঁকিতে যাবেন না।

আগামী বছর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বই 'সুপারিশকৃত' নাকি 'অনুমোদিত' ভাবে বাজারে যাবে তা নিয়েও বইয়ের লেখক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে রয়েছে নানা মতবিরোধ। বোর্ডের কাছে জমাদানকারী বইয়ের লেখকরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন— বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াও বই যদি বাজারে থাকে তাহলে তাদেরকে একটা অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হবে। এ বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ সায়েদুল হক জানিয়েছেন, এতদিন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে 'সুপারিশ' প্রক্রিয়ায় বই বাজারজাত করা হলেও আগামী বছর থেকে চলবে 'অনুমোদন' প্রক্রিয়ায়। জমাকৃত বইগুলো নতুন সিলেবাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করলে তাকে অনুমোদন দেয়া হবে। তবে তিনি একথাও জানান অনুমোদন ছাড়া কেউ বই বের করতে চাইলে তাঁর নিজ দায়িত্বে করতে পারবেন।